R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৩৩২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ

৭১শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২২শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯১ সাল
৬ই মার্চ, ১৯৮৫ সাল।
নগদ-মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

প্রাথমিক স্কুলে পাউরুটি বন্টনে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে

বিশেষ সংবাদদাতা : পুষ্টি প্রকল্পের অধীনে পাউরুটি সরবরাহের নামে বেশ কিছু বেকারী মালিক 'ধাপ্পা দিয়ে' স্কুল বোর্ডের কাছ থেকে প্রতিমাসে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা করে আদায় করে যাচ্ছেন। শিক্ষকেরা বারবার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেও কোনো ফল পাননি। তাঁদের সন্দেহ, স্কুল বোর্ডের জনকয় কর্মকর্তার সঙ্গে ওই সমস্ত বেকারীর অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে। এদের পাল্লায় পড়েই প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে টিফিন দেওয়ার জন্য যে পুষ্টি প্রকল্পের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেছেন শেষ পর্যন্ত তার শুভ উদ্দেশ্য বার্থ হতে চলেছে।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিদিন ৭৫ গ্রাম করে পাউরুটি 'টিফিনের খাবার' হিসেবে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এই নির্দেশ কোনো বেকারী মালিকই মেনে চলছেন না। ওজন করে দেখা গেছে শতকরা ১শো ভাগ স্কুলেই ৬টি রুটির একটি বাণ্ডিলের ওজন সাড়ে ৪শো গ্রামের জায়গায় আড়াইশো থেকে তিনশো গ্রাম গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ভাবে ওজন কম দিয়ে কয়েকটি বেকারী প্রতিদিন প্রায় ৪৫ কুইন্ট্যাল করে রুটি কম দিচ্ছে। মাসে এই কম দেওয়া রুটির আনুমানিক মূল্য দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা। দিনের পর দিন এইভাবে কম ওজনের রুটি পাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষকেরা এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সার্কেল অফিসে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। জানিয়েছেন স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং ডি আই কেও। কিন্তু সব কিছুই ধামাচাপা পড়ে গেছে এক অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায়। শিক্ষকদের আরও অভিযোগ, বন্টন করা পাঁউরুটি শুধু ওজনে কমই নয়' লেবেল বিহীন অত্যন্ত দুর্গন্ধে ভরা। রুটির সঙ্গে বিড়ি-সিগারেটের টুকরো ও অজস্র নোংরা মেশানো। ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী তা না খেয়ে ফেলে দিচ্ছে। হাল-ফিলে এই রুটি সরবরাহ হয়ে পড়েছে আরও নিম্ন মানের। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুরের গোবিন্দপুর ইষ্ট প্রাথমিক স্কুলে এই পাঁউরুটি বন্টন নিয়ে তুমুল হৈচৈ বাঁধে। বার বার বলেও ভাল রুটি না পাওয়ায় শিক্ষকেরা অতীষ্ঠ হয়ে ওইদিন দুর্গন্ধ যুক্ত পাঁউরুটি নিয়ে এস আই (প্রাঃ) এর কাছে যান। একটি লিখিত অভিযোগ দিলে এস আই তাঁদের জানান, এ ব্যাপারে তিনি নিরুপায়। রুটি ওজনে কম ও দুর্গন্ধযুক্ত জেনেও এর বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। এরপর ওই শিক্ষকেরা আমাদের দপ্তরে আসেন ওই রুটি নিয়ে। একটি লিখিত অভিযোগও দেন। তাতে তাঁরা লিখেছেন, প্রতিদিন তাঁদের প্রাপ্য ১০-৮০০ কেজি রুটি। কিন্তু বেকারী থেকে দেওয়া হয় তার ওজন ৬-৫০০ থেকে ৭ কেজি। তাও আবার আহারের পক্ষে অত্যন্ত নিম্ন মানের। আরও ৬টি স্কুলের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে একই ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষকদের সন্দেহ এবং অভিযোগ স্কুল বোর্ডের দুজন কর্মকর্তা, যাঁরা ক্ষমতাসীন এক ফ্রন্ট শরিকের অন্যতম নেতা হিসেবেও পরিচিত, বেকারী মালিকদের কাছ থেকে গত ৩ বছরে প্রায় ৫৫ হাজার টাকা চাঁদা নিয়েছেন। এই বিরাট পরিমাণ চাঁদা দিয়েই বেকারীগুলি পুষ্টি প্রকল্পে রুটি বন্টনের ঠিকা নিয়ে প্রকাশ্যে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকেরা এ ব্যাপারে পূর্ণাংগ তদন্তের দাবী জানিয়েছেন।

রাস্তার দুরবস্থার জন্য দায়ী কে?

সাগরদীঘি : এই ব্লকের মনিগ্রাম ঈদগাহা থেকে বাংলিয়া চার কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণ করতে পঞ্চায়েত সমিতির ১৯৮৩-৮৪ সালে এগার লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। রাস্তাটি রক্ষার স্বার্থে মনিগ্রামের কিছু ভদ্রলোক পঞ্চায়েত সমিতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন রাস্তার দু ধারে প্রচুর পরিমাণে ফল এবং অন্যান্য গাছ লাগিয়ে রাস্তার ভূমিক্ষয় বন্ধ করার জন্য। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতির কর্তারা সে কথা রাখেননি। ফলে রাস্তার দু'ধারে ফেলা নতুন মাটি গত বর্ষার বৃষ্টিতে গলে নেমে গিয়েছে। বর্তমানে রাস্তার দুরবস্থা দেখে মনে হচ্ছে লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ, নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের বাড়ালা গ্রাম-পঞ্চায়েতের সমসাবাদ-গোপালদীঘি থেকে গোবর্দ্ধনডাঙ্গার বিনোদ পর্যন্ত যে মোড়াম রাস্তাটির কাজ গত মাস থেকে শুরু হয়েছে তা নিয়ে সমসাবাদের গ্রামবাসীরা গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। গ্রাম বাসীরা জানান, মোট ১৮ কিমি রাস্তার জন্য ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। কিন্তু ঠিকমত কাজকর্ম হচ্ছে না। জনকয় যুবক বরাদ্দ টাকার বেশীর ভাগই লুটেপুটে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা এ নিয়ে তদন্তের দাবী জানিয়েছেন।

রেশন ডিলার সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমার পাঁচটি থানার রেশন ডিলারগণ ধুলিয়ান পৌরসভা হলে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে সাত দফা দাবি সনদের এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটির অনুলিপি মুখ্যমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী জেলা ও জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগে পাঠানো হয়েছে। সম্মেলনে দাবি সনদে প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয়, রেশন ডিলারদের কুইন্টাল প্রতি লাভ দেওয়া হয় দু টাকা খরচ হয় পাঁচ টাকা। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার পর শ্রমিক-কর্মীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু রেশন ডিলারগণ ন্যায্য লভ্যাংশ ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধে থেকে আজও অবহেলিত ও বঞ্চিত। সংশোধিত রেশন দোকান মারফৎ অধিকাংশ সময় (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্র পরিষদের জয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের মত অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও ছাত্র পরিষদের কাছে এস এফ আই-এর ভরাডুবি ঘটেছে। প্রাতঃ বিভাগে ১৬টির মধ্যে ১৫টি এবং দিবা বিভাগে ৩২টির মধ্যে ৩১টি আসন দখল করে ছাত্র পরিষদ তার জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। অবশিষ্ট মাত্র ২টি আসন পেয়েছে এস এফ আই। আর এস পির ছাত্র শাখা পি এস ইউ এই নির্বাচনে একটি আসনও দখল করতে পারেনি। এই নির্বাচনে জি এসের আসন দুটিও লাভ করেছে ছাত্র পরিষদ। এই নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪টি কলেজে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। সব গুলিতেই ছাত্র পরিষদ এস এফ আই প্রার্থীদের হারিয়ে ছাত্র সংসদ দখল করেছে।

জেরক্স ঘর যোগাযোগ ঃ পণ্ডিত প্রেস ঃ রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯১ সাল।

শিক্ষা স্বাধিকার রক্ষা সমিতি প্রসঙ্গে

বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি রচিত হইয়াছে প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী বাতিল করিয়া। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেশ কিছু শিক্ষাবিদ্, বুদ্ধিজীবি শ্রেণী ও রাজনীতিক সোচ্চার হইয়াছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে এই শহরে শিক্ষা স্বাধিকার রক্ষা সমিতি বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা পরিচালনা করেন। তাহার নেতৃত্বে যাহারা ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে শহরের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবিগণ যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। ফলে তাঁহাদের বক্তব্যে ও শ্লোগানে বামফ্রন্ট বিরোধীতাই বিশেষভাবে প্রকট হইয়া পড়িতেছিল। না হইলে তাহাদের বক্তব্য অবশ্যই আরো পরিষ্কার ও যুক্তিপূর্ণ হইতে পারিত ও তাহারা বামফ্রন্টের ইংরাজী বাতিলের নীতির ফলে সঠিক ক্ষতি হইতেছে তাহা ভালরূপে বুঝাইতে সচেষ্ট হইতেন। কিন্তু তাহা না হইয়া রাজনৈতিক মিছিলের ন্যায় "চলবে না, চলবে না" ধ্বনি আমাদের শ্রবণে বিসদৃশই বোধ হইয়াছে। অবশ্য এই বিষয়ে বামফ্রন্টের শরিকদলগুলির আজ কয়েকটি বক্তব্যও বিভ্রান্তিকর। শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ ঘোষণা করিয়াছেন পুনরায় নীচু শ্রেণীতে ইংরাজী চালু করা হইবে। কো-অর্ডিনেশন কমিটি সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন জনমানসের দাবী বিচার করিয়া আবার ইংরাজী চালু করা যায় কিনা চিন্তা করা কর্তব্য। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে বিশ্বের কোন দেশেই সেন্টিমেন্ট বিচার করিয়া শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয় না, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের চিন্তা করিয়া শিক্ষানীতি নির্দ্ধারিত হয়। অন্য কোন দেশেই শিশুদের মনের উপর কোন বিদেশী ভাষার চাপ সৃষ্টি করা হয় না। তবে আমাদের দেশেই বা তার ব্যতিক্রম হইবে কেন? রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করা উচিৎ। কিন্তু দীর্ঘকাল ইংরাজ শাসনে অতিবাহিত করায় আমাদের জনজীবনে ইংরাজী ও ইংরাজ-সংস্কৃতি এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে আমরা স্বাধীনোত্তর যুগেও তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না। ইংরাজী বাতিলের প্রস্তাব তাই আমাদের মনকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। তদুপরি এদেশে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ইংরাজী মাধ্যমের স্কুলগুলি চালু থাকায় ও সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ অধিক মাত্রায় লইতে সচেষ্ট হওয়ায় আমরা ইংরাজী বাতিলের এই প্রস্তাবকে আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে পৃথক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করার অপপ্রয়াস বলিয়া মনে করিতেছি। কিন্তু একটু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইংরাজী মাধ্যমের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্রগণ সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্রগণ অপেক্ষা এমন কিছু বেশী অগ্রসর নহে। এই পার্থক্য বরং দৃষ্ট হয় গ্রাম্য ও শহর বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের মধ্যে। ইহার কারণ কিন্তু ভিন্ন। গ্রাম বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ ভাল লাইব্রেরী, রেফারেন্স বই, এবং উচ্চমানে শিক্ষকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সে কারণেই এই দুই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিগত বৈষম্য দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্য ইংরাজী মাধ্যমের শিক্ষার জন্য নহে। বরং আমাদের ধারণা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইলে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য বৃহত্তর যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। সে ক্ষেত্রে উচ্চতম শিক্ষায় ইংরাজী ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে চালু করা যাইতে পারে। সুকোমলমতি শিশুদের মস্তিষ্কে অযথা কয়েকটি ভাষার বোঝা চাপাইয়া দিলে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা অধিক হওয়ায় স্বাভাবিক। অবশ্য এ বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ কর্তব্য। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছনীয়। সেরূপ ক্ষেত্রে স্বাধিকারের বিলুপ্তি হইবার সম্ভাবনা থাকিবেই। স্বাধিকার রক্ষা সমিতি যদি সত্যসত্যই কোন শুভকর্ম করিতে চাহেন তবে সর্বাগ্রে তাহাদিগকে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিত্যাগ করিয়া বহুজন নয় সর্বজন হিতায় সুষ্ঠু বাস্তব শিক্ষানীতি প্রবর্তনে সচেষ্ট হইতে হইবে নতুবা কলহই বৃদ্ধি পাইবে এবং সুষ্ঠু শিক্ষানীতিও প্রবর্তিত হইবে না।

ভিন্নচোখে

বসন্তের এক সন্ধ্যায় বইটা হাতে এসে গেল। শেষের কবিতা। গুরুদেবের এক দুর্বোধ্য গ্রন্থ। কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু এটুকু বুঝেছি যে প্রেমের সার্থকতা অসীমের উপলব্ধির মধ্যে। গুরুদেবের ভাষায়: 'আমাদের বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে; সে আপন সূর্য চন্দ্র আলো আঁধার নিয়ে সর্বজনের, সর্বকালের। জ্যোতিষ্কলোকের ছায়া দোলে তার ঝর্ণার ছন্দে। জীবনে কোন বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্তে আসতে পারে যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে—তখন বিশ্বের নিত্য উৎসবের সঙ্গে মানবচিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তারই বাণী হয়ে ওঠে।'

লাবণ্য, কেটি, অমিত, যোগমায়া, যতিশঙ্করের কথা থাক্। এই বইটির স্পর্শে আমাকে আমার জীবনের কবিতার জগতে প্রবেশ করাতে চাইছে। যদিও 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্য ময়' অথবা আমার 'বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে।' কোন এক ফাল্গুনে জীবনের গাঁটছড়া বেঁধেছিলাম। 'তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ।' তাই—

কোমল প্রাণের পাতে পাতে/লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে।
আমার গানের সুরে সুরে রইল আকাশে।

সত্যি কি তাড়াতাড়ি দিন চলে যায়। চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন। আমি এখানে বসন্তের বিলাপ করছি না। বসন্ত জীবনের প্রতীক। তবু মনে হয় যেন পেরিয়ে এলাম জীবনের হাট থেকে। ঋতু চক্রের হাটেও পালা বদলের খেলা। শীত চলে গেছে। 'মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে খেয়ে ফুলের মার গো।' শীত বড় রমনীয়। বসন্ত মন জ্বালা ধরিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের খাতা থেকে একটি একটি করে পাতা খসে পড়ছে।

তাই সেই বইটি আমার কাছে তার শরীরী সত্তা নিয়ে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলে গেছে 'তোমার অমিতের মত হয়ে কাজ নাই। তুমি তোমার মত হও। আমি তাই এই সংসারের রসেবশের গণ্ডীতে অবস্থান করছি। ভালোমানুষের ভাণ করে সংসারের অক্সিজেন টানি। সামাজিকতার জালে জড়িয়ে পড়ি। বুক চিতিয়ে ফাল্গুনের কোন এক উৎসব মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াই। উপচিয়ে পড়ছে ভীড়। বড় ব্যস্তবাগীশ আমরা—এই বাঙালীরা। ভীড় ঠেলে অনেকের গুঁতো খেয়ে এগিয়ে যাই। নবজীবনকে দর্শন করি। অবশ্য প্রণামী দিয়ে। কানে আসে পিলু বা বারোঁয়ার মেজাজ। আমার তখন আবার মনে পড়ে যায় সেই পিছনে ফেলে ফুল ফাগুনের এক রমনীয় স্মৃতিকে।

মণি সেন

ডাকাতি, ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২৬ ফেব্রুয়ারী রাত্রে সাগরদীঘি থানার জালবান্ধা গ্রামে রেকিদ সেখের বাড়ীতে এক ডাকাতির ঘটনায় বাসন এবং গহনায় কয়েক হাজার টাকা লুঠ হয়েছে। ডাকাতদের হাতে দুজন এবং গ্রামবাসীদের হাতে একজন ডাকাত আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। ডাকাতির আগের দিন সন্ধ্যায় নাককাটিতলার কাছে একটি ছিনতাই-এর ঘটনায় একজন পথচারী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলে খবর।

সড়ক দুর্ঘটনা: সাগরদীঘি থানার রতনপুরে ২৫ ফেব্রুয়ারী সকালে একটি লরি জাতীয় সড়ক থেকে হঠাৎ একটি দোকানে উঠে পড়লে একজন নিহত হন। এই ঘটনায় গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েক ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

২১ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুরে জাতীয় সড়কের উপর টেম্পোর ধাক্কায় একটি মেয়ে মারা যায়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ—

ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন

জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন: ধুলিয়ান ৫

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

রেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার জনগণ আশঙ্কা করছেন রেশনে চাল, গম, চিনি কেরোসিনের বণ্টন ব্যবস্থা অতি দ্রুত ভেঙ্গে পড়ার মুখে। রেশন ডিলারদের সাপ্তাহিক যে এ্যালটমেণ্ট করা হয় সরকার তা দিতে পারছেন না। তাহলে এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসছে—হাতে মজুদ মাল না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এ্যালটমেণ্ট হচ্ছে ? তা-ছাড়া খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কতিপয় অফিসার, বিভিন্ন স্থানের ডিস্ট্রীবিউটর এবং এজেণ্টদের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তাঁরা এলাকার জনগণকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্দ্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়ে, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার চরম সীমায় পৌঁচেছেন। রেশন ডিলারদের সপ্তাহের বুধ ও বৃহস্পতিবার মাল ডেলিভারী দেওয়ার কথা। কিন্তু তা কোন সময়েই দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। চাল, গম যা দেওয়া হয় তা পচা অথবা পোকা খাওয়া যা কোন পশুতেও খায় না।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বাজার পোষ্ট অফিসের পেছনের গলিতে একটি পাকা দোতলা বাসোপযোগী বাড়ী বিক্রয় আছে। যোগাযোগের ঠিকানা

অনিল চ্যাটার্জী, রঘুনাথগঞ্জ

জঙ্গিপুর সংবাদ

(সাপ্তাহিক সংবাদপত্র)

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ : ৪নং ফরম ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—"জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়, পণ্ডিত প্রেস, চাউলপটী পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ) ২। প্রকাশের সময় ব্যবধান সাপ্তাহিক। ৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—অনুত্তম পণ্ডিত, জাতি—ভারতীয় নাগরিক বাসস্থান—চাউল পটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ) ৬। এই সংবাদপত্রে স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—স্বত্বাধিকারী শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পণ্ডিত প্রেস, চাউল পটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। আমি, অনুত্তম পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। স্বাঃ—অনুত্তম পণ্ডিত, প্রকাশক রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই মার্চ, ১৯৮৫।

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

আপনার ও দেশের কল্যাণে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করুন

সংক্ষেপে প্রকল্পগুলির বৈশিষ্ট্য :

১। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক এ্যাকাউণ্ট—৫½% করমুক্ত সুদ ও ২০০ টাকা আমানতের উপর বছরে দুবার লটারী।

২। ৫ বছর রেকারিং ডিপোজিট এ্যাকাউণ্ট—১১½% চক্রবৃদ্ধি সুদ ও জীবন বীমার সুবিধা।

৩। ১০ বছরের কিউমুলেটিভ টাইম ডিপোজিট এ্যাকাউণ্ট—৬-৭৫% করমুক্ত চক্রবৃদ্ধি সুদ ও আয়কর রেহাই।

৪। টাইম ডিপোজিট এ্যাকাউণ্ট—১ বছর—৯%, ২ বছর—৯½%, ৩ বছর—১০½% ৫ বছর—১১½% হারে সুদ প্রতি বছর দেয়।

৫। ৬ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৬ষ্ঠ পর্যায়ে ১২% চক্রবৃদ্ধি সুদ ও আয়কর রেহাই। ১০০ টাকা ৬ বছরে ২০১·৫০ টাকা।

৬। ৬ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৭ম পর্য্যায়ে) ১২% হারে সুদ ৬ মাস অন্তর দেয় এবং আয়কর রেহাই।

৭। ১০ বছরের সামাজিক নিরাপত্তা সার্টিফিকেট—১১·৩% চক্রবৃদ্ধি সুদ ও জীবন বীমার সুযোগ।

৮। ১৫ বছরের পাবলিক প্রভিডেণ্টফাণ্ড—৯½% চক্রবৃদ্ধি করমুক্ত সুদ ও আয়কর রেহাই।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

সহ অধিকর্তা, স্বল্প সঞ্চয়, বহরমপুর, সহ-আঞ্চলিক অধিকর্তা, জাতীয় সঞ্চয়, জেলা সঞ্চয় আধিকারিক, ব্লক সঞ্চয় সংগঠক অনুমোদিত এজেণ্ট অথবা স্থানীয় ডাকঘরে।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

দূর আলাপনী—রঘুনাথগঞ্জ ৩১

জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ

১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য পৌরসভার ফেরীঘাট ইজারার নোটিশ ও নিয়মাবলী।

এতদ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দুইটি একত্রে আগামী ১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য (১৯৮৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বছরের জন্য) আগামী ১১-৩-৮৫ (সোমবার) বেলা ১ ঘটিকায় পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১। নিলামের দফাওয়ারী বিশদ সর্ত্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২। * তথাপি সংক্ষেপে জানানো যায় যে ব্যক্তি পূর্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই বা যথারীতি কবুলিয়ত সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করে দেন নাই, ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। আর্থিক সচ্ছলতার নিদর্শন ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দলিলাদির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে নচেৎ ডাকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪। উপরোক্ত দুইটি ফেরীঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরীঘাটদ্বয় ইজারার জন্য একত্রে ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) আমানত জমা (আরনেষ্ট বা টেবিলমানি) জমা দিতে হইবে। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরত দেওয়া হইবে।

৫। যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাহাকে ডাক মঞ্জুরীর টাকার ১/৪ ভাগ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এ টাকা সিকিউরিটি হিসাবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরো টাকা মাসিক সমান কিস্তিতে এপ্রিল ১৯৮৫ হইতে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। আর সিকিউরিটির টাকা শেষ কিস্তিতে এ্যাডজাষ্ট (মিনাহ) করিতে পারিবেন।

৬। দফাওয়ারী সর্ত্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে মিউনিসিপ্যাল অফিসে দেখিয়া লইয়া এবং সেমতভাবে রাজি হইলে তবে ডাকে অংশগ্রহণ করিবেন।

ডাকের স্থান : মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সদর শহরে অবস্থিত জঙ্গিপুর পৌর অফিস।

ডাকের তারিখ ও সময় : ১১ই মার্চ, ১৯৮৫, সময় বেলা এক ঘটিকায়।

পৌরপতি
জঙ্গিপুর পুরসভা

রেশন ডিলার সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খেয়ালখুশী মত চাল, গম, চিনি, কেরোসিন সরবরাহ করা হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই কোন না কোন পণ্য সরবরাহ না করে সরকার জনগণের সাথে কানামাছি খেলে চলেছেন। ফলে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে মজুতদার ও কালোবাজারীদের মুনাফা লুটার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এই কারণ সর্ব্বস্তরের মানুষ আজ বিক্ষুব্ধ। তা'ছাড়া সরকার রেশন মাধ্যমে যে সমস্ত খাদ্য ডিসট্রিবিউটর বা এজেন্টদের মাধ্যমে সরবরাহ করে থাকেন তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের; যা একেবারে মানুষের খাবার অযোগ্য। এ সবের জন্য কিন্তু সরকার রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে অত্যন্ত সুকৌশলে রেশন ডিলারদেরই দায়ী করে থাকেন। তাঁদের ব্যবসা ও সার্বিক জীবন আজ বিপর্যস্ত। তাঁদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করা হয় না। ফলে কি সরকারী ও বেসরকারী পর্য্যায়ে তুঘলকী কার্য্যকলাপের ফলে তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। প্রস্তাবে খাদ্য সরবরাহ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থাগুলির অত্যাচার ও অব্যবস্থা দূর করার জন্য অবিলম্বে তদন্তের দাবী জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ রেশন ডিলারদের দাবী দাওয়া নিয়ে সরকার গড়িমসি করায় সর্ব্বস্তরে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে।

ব্যবহার করুন

সি. আর. দাশের রাঙ্গাজবা

মুক্তিক টুথ পাউডার

মুক্তিক টুথ পাউডার

মুক্ত ছড়ালো হাসি, মুক্তিক ভালবাসি!

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেণ্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেণ্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেণ্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া

রঘুনাথগঞ্জ

C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা

ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা । নিউ দিল্লী

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক :—

এম, এল, মুন্দ্রা

পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ

(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পাশে)

হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৯

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয়

এবং

বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।